মূল্য ঃ ৭.০০ টাকা মাত্র

গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড) হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তিপত্র

পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

৫২ বর্ষ ❀ ২য় সংখ্যা ❀ শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতজয়ন্তী সংখ্যা
ভাদ্র, ১৪২১ ❀ সেপ্টেম্বর, ২০১৪

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরীগোস্বামী ঠাকুর

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার
কোলকাতা-3 ফোন-2554-4155, 2543-1387
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদঙ্গ ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। পরাবিদ্যাপীঠ,
৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির, ৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর,
নদীয়া-741104 ফোনঃ-256920 STD-03472
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া,
বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব),
পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ ৭৬০২৯৯৭৬৮৫, ৯০০২৫৯৭৫৯৬
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (প.ব.)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী
পোঃ পুরী-752001(উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার,
কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি,
পুরী, পিন-752011 ফোন-235606 STD-06752
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019
উড়িষ্যা ফোন-224057 STD-06782
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর,
পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2240854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার
ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006
(ইউ. পি.), STD-0532, ফোন ঃ-2500925/2434625
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং,
বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121
ফোন-2444153, STD-0565, মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004
ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর,
মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১,
ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী
পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব)
মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র,
হরিয়ানা-136118, ফোন-291709, STD-01744
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি
আসাম-788163, ফোন-244-484, STD-03844
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং
পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড,
পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.),
পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, কাহেলী পাড়া, কলোনী বাজার, বাড়ী নং-৬৬৫
বিনোভানগর এল. পি. স্কুলের বিপরীতে, পোষ্ট-বিনোভানগর,
গুয়াহাটী-৭৮২১০১৮, মোঃ ০৯৭০৬৫২৭২৩১
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০, দেশবন্ধু
পাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ ০৯২৩৯৮৮০০৭৫
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড
লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুল্টন এভিনিউ,
রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

	প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১।	সারকথা	গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত	৩
২।	শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজীর উপদেশাবলী	—	৪
৩।	শ্রী প্রভুপাদের উপদেশাবলী	—	৪
৪।	চিন্ময় আনন্দ লাভই উৎসবের তাৎপর্য	শ্রীমদ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ	৫
৫।	জীবের স্বরূপ বিচার	শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ	৭
৬।	আমার পরিচয়	শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী (কলকাতা)	১০
৭।	একটি তুচ্ছ ঘটনা	কৃষ্ণা দাসী (কলকাতা)	১২
৮।	শ্রীপুরুষোত্তম মঠে দ্বিদিবসীয় আলোচনাসভা বিবরণী (অবশিষ্টাংশ)	শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ	১৪
৯।	শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী মহোৎসবের বিবরণী	শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজ	১৫
১০।	আনন্দ সংবাদ		১৯

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক
মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
**(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের
কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)**

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর**

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী**

৫২ বর্ষ ❀ ২য় সংখ্যা ❀ শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতজয়ন্তী সংখ্যা ❀ ভাদ্র ১৪২১ ❀ সেপ্টেম্বর ২০১৪

সারকথা

"গৌড়ীয়" ৫ম খণ্ড, ১২ সংখ্যা হইতে সংগৃহীত

বৈষ্ণবাচার কি ?—
অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর ॥
—চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৮৭

কুশল কি?—
ভক্তিযোগ থাকে তবে সকল কুশল।
ভক্তি বিনা রাজা হইলেও অমঙ্গল ॥
—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৯।১১৩

অকুশল কি?—
ধন যশ ভোগ যার আছয়ে সকল।
ভক্তি যার নাই তা'র সব অমঙ্গল ॥
—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৯।১১৪

বিদ্যা কি?—
তাহারে সে বলি বিদ্যা—মন্ত্র অধ্যয়ন।
কৃষ্ণপাদপদ্মে যে করয়ে স্থির মন ॥
—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৩।৪৫

কৃষ্ণ ও মায়াতে পার্থক্য কি?
কৃষ্ণ—সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা-কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার ॥
—চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৩১

ভগবানের ভক্তবাৎসল্য কিরূপ?
ঈশ্বর-স্বভাব,—ভক্তের না লয় অপরাধ।
অল্পসেবা বহু মানে আত্ম পর্য্যন্ত প্রসাদ ॥
—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১।১০৭

শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজীর উপদেশাবলী

১। কখনও মর্কটদের (বিরক্তবেষী যোষিৎসঙ্গী কপট ব্যক্তিগণের) সহিত মিশিও না।

২। কখনও বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করিও না, গ্রহণ করিলে বিষয়ী হইয়া যাইবে।

৩। গৌরধাম কৃপা করিলে ব্রজবাস হয়।

৪। সাংসারিক অমঙ্গলকে ভগবানের দয়া বলিয়া জানিবে।

৫। অন্তরে কৃষ্ণসেবার জন্য অনুরাগ না আসিলে বাহিরে বেষ গ্রহণ করিলেই তাহাকে 'সন্ন্যাসী' বলা যায় না।

৬। ভজনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণের শরীরে কষ্টকর ব্যাধিসকল উপস্থিত হইলে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য না পাইয়া আপনা হইতেই পলাইয়া যায়। বাবু ও বিলাসীগণের শরীরে তাহা আদর পাইয়া অধিক দিন অবস্থান করে।

৭। 'সেবা করিয়াছি' বলিয়া অন্তরেও ঢাক পিটাইবার যত্ন করিও না। তখন আর উহাকে 'সেবা' বলা যাইবে না।

৮। নির্জ্জন-ভজনের ছলনায় অলস হইও না।

৯। অনবধানের সহিত লক্ষ লক্ষ মালা টানা অপেক্ষা বৈষ্ণব-সেবার জন্য বাগান-চাষ ও গাছে জল দেওয়া অধিক মঙ্গলজনক। বৈষ্ণব-সেবার ফলে নামে অকপট রুচি হইবে।

১০। বৈষ্ণবের অনুকরণ করিও না পুড়িয়া মরিবে; তাঁহার অকপট সেবা যাচ্ঞা কর।

১১। হরি-সেবার অর্থ ভোগ করিলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাষণ্ড হইতে হয়।

১২। সাধারণ চোরের কখনও মঙ্গল হয়, কিন্তু গুরু বৈষ্ণবের অর্থভোগকারীর কখনও মঙ্গল হয় না।

১৩। সকল ভগবত্তত্ত্বের মধ্যে কৃষ্ণ যেমন সর্ব্বাপেক্ষা বঞ্চক, সেইরূপ সকল বৈষ্ণবাপেক্ষা রূপানুগ-বৈষ্ণব বঞ্চকতম।

১৪। অন্যাভিলাষের সহিত গুরু-বৈষ্ণবের সেবা করিলে তাঁহারা সেবকাভিমানীকে লাভ পূজা-প্রতিষ্ঠা দিয়া সরিয়া পড়েন।

১৫। 'যাহারা আমার সেবা করিয়াছে', তাহাদের পেটের জন্য কোন কষ্ট পাইতে হইবে না বা ভাবিতে হইবে না। যাহারা আমার নিকট উদর-পূর্ত্তির রসদ আদায় করিয়াই সন্তুষ্ট হইল, তাহারা কৃষ্ণ-সেবা পাইবে না।

১৬। গৃহস্থমাত্রেরই গুরু পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া গিরিধারীর অর্চ্চন করা কর্ত্তব্য।

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী

১। মহাপ্রভুর শিক্ষাষ্টকে লিখিত ''পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তনম্''ই গৌড়ীয় মঠের একমাত্র উপাস্য।

(পত্রাবলী ৩য়ঃ খঃ ৩৮ পৃষ্ঠা)

২। বিষয়-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র ভোগী, তদ্ব্যতীত সব তাঁ'র ভোগ্য। (ঐ ৫৮)

৩। হরিভজনকারী ব্যতীত সকলেই নির্ব্বোধ ও আত্মঘাতী। (ঐ ৭৬)

৪। সহ্য করিতে শেখা মঠবাসীর একটি প্রধান কার্য্য। (ঐ ৮৮)

৫। শ্রীরূপানুগ ভক্তগণ নিজ-শক্তির প্রতি আস্থা স্থাপন না করিয়া আকর স্থানে সকল মহিমার আরোপ করেন। (ঐ ৮৯)

৬। শ্রীহরিনাম-গ্রহণ ও ভগবানের সাক্ষাৎকার—দুই একই। (২য় খঃ ৩)

৭। যাহারা পাঁচমিশাল ধর্ম্ম যাজন করে, তাহারা ভগবানের সেবা করিতে পারে না। (ঐ ১৩)

৮। মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, ভক্তিগ্রন্থের প্রচার ও নামহট্টের প্রচারের দ্বারাই শ্রীমায়াপুরের প্রকৃত সেবা হইবে। (ঐ ৫১)

৯। সকলে মিলিয়া মিশিয়া ও একতাৎপর্য্যপর হইয়া হরিসেবা করুন। (ঐ ৫৩)

১০। যেখানে হরিকথা, সেখানেই তীর্থ।

(পত্রাবলী ২য় খণ্ড ৮২)

১১। আমরা সৎকর্ম্মী, কুকর্ম্মী বা জ্ঞানী-অজ্ঞানী নহি, আমরা অকৈতব হরিজনের পাদত্রাণবাহী, ''কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'' মন্ত্রে দীক্ষিত। (পত্রাবলী ১০৪; ১২)

চিন্ময় আনন্দ লাভই উৎসবের তাৎপর্য

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের ভাষণ (শ্রীল গোস্বামীপাদ)

স্থান—গোদ্রুম ধাম তাং ২১/৩/২০১৩

পরমারাধ্যতম শ্রী শ্রীল গুরুবর্গের শ্রীচরণকমলে নিত্যসেবা প্রার্থনা করে আজ আমরা ধাম পরিক্রমার অধিবাস দিবসে শ্রবণ মুখে কীর্ত্তন করবার চেষ্টা করছি। পরমারাধ্যতম গুরুবর্গ অতিশয় গৌরপ্রেমের অধীন হয়ে তাঁরা এসব সেবার প্রবর্তন করেছেন। আর কি করেছেন?—সংকীর্ত্তন সহযোগে গৌরধামে গুরুপূজার আয়োজন রেখেছেন।

গুরুপূজার আয়োজন কেন আমরা করি?—গুরুদেবকে সুখান্বিত করার জন্য। গুরুদেব সুখান্বিত হলে আমাদের কীর্ত্তনটা সফল হবে। এইটা কি জন্য করা হচ্ছে সেটা যদি আমরা না বুঝি তাহলে আমরা উৎসব ঠিক সুবিধামত করতে পারলাম না বুঝতে হবে। ভগবান যুগে যুগে মহাবদান্যলীলা অনুশীলন করেন। ভগবান কলিযুগে আবির্ভূত হয়েছেন কিসের জন্য? না ভগবানের প্রতি সকলকে ভক্তি করাবার জন্য। ভগবান গৌরসুন্দরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটা—

''আপহি ভোরি ভুবন করু ভোর।
নিজ পর নাহি সবারে দেই কোর ॥''

প্রাঃ মঃ কীর্ত্তনাবলী-(শ্রীগোবিন্দ দাস)

এটাই তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কারণ তিনি তাঁর নিজের জিনিসটা কত আনন্দে বিলোচ্ছেন, কিন্তু সেরকম আনন্দ জীব পেতে পারে না, কেন? জীবের স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি আছে এবং সেই ইচ্ছাশক্তি বলে সে কর্তা সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আমরা বহু জায়গা থেকে সব ভক্তদের ডেকে এনেছি গৌরধামে গৌরকথা শোনাবার জন্য, এবং তাদের সান্নিধ্যে থেকে ধামে উৎসব আদি করবার জন্য। শ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব অধিবাসে ধাম পরিক্রমার তাৎপর্য্য যে সকলে বুঝতে পারছেন এটা জেনে আনন্দ লাগছে। চিন্ময় আনন্দ লাভই উৎসবের তাৎপর্য।

গৌরসুন্দর নিজে প্রবর্তন করলেন তার নিজের নাম গুণ লীলা এটা খুব সত্য কথা কিন্তু আসল আসল জায়গায় তিনি নিজেকে ঠিক লুকোতে পারলেন না, যেমন শ্রীবাস অঙ্গনে—সেখানে কীর্ত্তন করতেন। সেখানে থেকে অন্য জায়গায় করলেন সব বৈষ্ণবদের সঙ্গে নিয়ে। এই যে গৌরসুন্দরের আবির্ভাব প্রকরণ Episode এটা খুব minutely observe করতে হবে।

'জীবের ভাগ্যে অবনী আইলা গৌরহরি'—জীবের ভাগ্যের প্রসন্নতার জন্য গৌরসুন্দরের আবির্ভাব। গৌরসুন্দরের আসা মানে সংকীর্ত্তনের আবির্ভাব, এই সংকীর্তনের আবির্ভাব করাবার জন্য আমাদের ভক্তসঙ্গে বসে আনন্দের সঙ্গে কীর্তন করতে হবে। ভগবান আনন্দময় পুরুষ, তাকে বিশেষ কিছু কার্য্য সাধনের জন্য আসতে হয়েছে।

গৌরহরি শ্যামহরিই কিন্তু শ্যামহরির যে লীলা বৈশিষ্ট্য তার সঙ্গে গৌরসুন্দরের লীলা বৈশিষ্ট্য যুক্ত হয়েছে। সবার জন্য এসেছেন যিনি তিনিই হলেন গৌরসুন্দর। কিন্তু শ্যামসুন্দর! তিনি সবার জন্য নয়, তিনি কিছুটা Reserved. সেজন্য গৌরসুন্দরের কাছে হাত পাতলে কিছু পাওয়া যায় কিন্তু কৃষ্ণের কাছে গেলে কিছু সহজে পাওয়া যায় না। এসব কথাগুলো সিদ্ধান্তমূলক প্রকাশ। এগুলোকে যারা বুঝতে শিখবে তারা নিশ্চয় কৃষ্ণের কৃপা পাবে, মহাপ্রভুকে বুঝতে শিখবে। নবদ্বীপে এই সংকীর্ত্তন রাসের সূচনা হয় শ্রীবাস পণ্ডিতের বাড়ীতে Closed door campus এর মধ্যে। সব লোক একে শুনতে পেত না দেখতে পেত না, বলে তাদের দুঃখ হত এবং সেই দুঃখ জানিয়ে গেলে পরপর মহাপ্রভুর চিত্তে সংবেদনশীলতার উদ্গম হয়। তিনি বললেন না,—শুধু শ্রীবাস অঙ্গনে Closed door-এ করে কাজ নেই, এবার প্রকাশ্য দিবালোকে পথে পথে সংকীর্ত্তন আমরা করব। এটা সকলের পক্ষে appealing হলো, যারা শুনলেন এবং শুনে তারা কীর্তনকে আশ্রয় করলেন।

''আপহি ভোরি ভুবন করু ভোর।
নিজ পর নাহি সবারে দেই কোর ॥''

জগন্নাথক্ষেত্রেও তিনি এই উদ্দেশ্য গ্রহণ করবার জন্য গিয়েছিলেন আর এবং সেখানেও তিনি এই উদ্দেশ্য সফল করেছিলেন।

ভগবান তিনি নিজেই সংকীর্ত্তন রাসের আবির্ভাব করিয়ে জীবের মঙ্গলের জন্য প্রতিজ্ঞা নিয়ে এসেছেন তাই তিনি কার্য্যে গ্রহণ করেছিলেন। জগতের সবাইকে তিনি কৃষ্ণপ্রেমের উন্মাদনা দান করলেন, কৃষ্ণ প্রেম দান করলেন যা কিনা জীবের Ultimate reach এবং সেই ইচ্ছাটা পরিপূরণ করতে গিয়ে তাঁকে অনেক বাধাকে প্রতিহত করতে হয়েছে। মুসলমানরা আভিজাত্য দেখিয়ে চলত কিন্তু মহাপ্রভু তাদের মানতেন না। তাই মুসলমানরা মহাপ্রভুর কীর্ত্তনে বাধা দিলে তিনি তাদের কাজীকে শাস্তি প্রদান করে সকলকে নাম প্রেমের বন্যায় ভাসিয়ে তাদের মানব জনম সফল করেছেন। যেমনি শ্রীবাস অঙ্গনে তেমনি আবার রাঘব ভবনে তেমনি আবার গঙ্গায় নানা লীলাবিলাস প্রকাশ করেছেন এছাড়াও আরও বহু Important ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিজেকে প্রকাশিত করেছেন। গৌরসুন্দর জগতের হরিবোল ধ্বনি আনিয়েছেন। হরিবোল! হরিবোল!

তিনি যেন হরিকে দেখতে পাচ্ছেন না তা অভিনয় করছেন এবং সকলকে আহ্বান করছেন হরিকে খুঁজতে। তাহলে আমরা সবাই সাক্ষাৎকার পাব। এই যে গৌরহরির কথা তা আমাদের চমৎকারিতার রাজ্যে নিয়ে যায়। চমৎকারিতার রাজ্যে না যাওয়া পর্যন্ত্য এর অনুভব হয় না। রস সাহিত্যের আবির্ভাব হলে চমৎকারিতার রাজ্যে যাওয়া সহজ হয়। সেজন্য বলছেন যে—

''অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥''
(মহাভারত ভীষ্মপর্ব ৫।২২)

''নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন্''—(কঠোঃ ১।২।১৩)

এইভাবে যাওয়া যায় না তাহলে কি করে যাওয়া যায়?—

''ব্যতীত্য ভাবনাবর্ত্ম যশ্চমৎকারভারভূঃ।
হৃদি সত্ত্বোজ্জ্বলে বাঢ়ং স্বদতে স রসো মতঃ ॥''
(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ৫ লঃ ১৩২)

''ব্যতীত্য.....ভারভূ''—চমৎকারের দরকার আছে রসের রাজ্যে প্রবেশ করতে গেলে। সেজন্য ভগবান আমাদের এমন একটি রাজ্যে প্রবেশ করান সবাইকে যেখানে রসের উপলব্ধি হতে পারে, হবে এমন কোন কথা নেই। কেননা জগতে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ভগবানের করুণা শক্তি করুণার স্বরূপ শক্তির মূল বীজ Imbued না হবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত গৌরের কোন কিছু জানা সম্ভব নয়। জীবের ভাগ্যে তিনি লীলা আবিস্কার করেছেন।

''গৌর গৌর বলছ মুখে গৌরের হলো কয়জনা''—

গৌরের হয়ে যাওয়া খুব কঠিন ব্যাপার। আবার খুব সহজ ব্যাপার হয়ে যায় যখন আমরা গৌরের আবির্ভাব তাঁর রসের আবির্ভাব করাতে পারি। রসঘন বস্তুকে যেমন রসছাড়া উপলব্ধি করা যায় না তেমনি গৌরসুন্দরকে রসের ভূমিকায় না দেখতে শিখলে আমরা গৌরসুন্দরকে দেখতে শিখব না। গৌরের জিনিস লাভ করতে গেলে গৌরের পার্ষদগণের কাছে যেতে হবে এবং তাদের পায়ে মাথা কুটলে সে জিনিসটা লাভ করতে শিখব। আজকে আপনারা বহু দূর দূর থেকে কষ্ট স্বীকার করে এসেছেন সেজন্য ধন্যবাদ আপনাদের। এই সাতদিন আটদিন মহারাজ বহু পরিশ্রম করে কীর্ত্তনমুখে এই গৌরকথাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য really চেষ্টান্বিত ছিলেন। এজন্য তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ আর তারা যেসব কথা আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন সেগুলো অপূর্ব বাস্তব সত্য। ভগবানের প্রতি কর্তব্যপরায়ণতা ভালোবাসা থাকলে তবেই হয়।

ভগবানের যত যত অবতার আছে গৌর অবতারই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সেই গৌর অবতারের রাস কিসে হবে?—সুন্দরভাবে সৌকর্য্যের সঙ্গে অনুশীলন করলে। অনুশীলন করা একটা রস এবং সেই রসটা যত্ন করে প্রীতি করে যদি করতে শিখি ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হবেন। যে অবতারের আবির্ভাব আসছে সামনে গৌর অবতার সেই গৌর অবতারের আবির্ভাবে আপনাদের চিত্তকে নিমন্ত্রিত করুন এবং সকলের হৃদয়ে গৌরসুন্দর আবির্ভূত হন এই আশা করি।

''বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥''

রস সাহিত্যের অনুভবই চমৎকারিতার রাজ্যে প্রবেশদ্বার
—শ্রীল গোস্বামিপাদ

জীবের স্বরূপ বিচার

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

শ্রীল সনাতন শিক্ষায় শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥

(চৈঃ চঃ মঃ-২০।১০৮)

'কে আমি'?—শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদের জানিয়েছেন—''তুমি জীবাত্মা, ঈশ্বর অংশ বা তাঁর শক্তি। এই জড় শরীরটা তুমি নও অথবা তোমার মন, বুদ্ধি ও অহংকারাত্মক সূক্ষ্ম দেহটিও তুমি নও। তুমি স্বরূপত শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস, শ্রীকৃষ্ণের তটস্থাশক্তির পরিণাম এবং তাঁর সহিত তোমার ভেদাভেদ সম্বন্ধ বর্ত্তমান।'' এই মায়িক ব্রহ্মাণ্ডে যে অনন্ত কোটি জীবের অবস্থান শাস্ত্রকারগণ একে বিরূপাবস্থা বলে বর্ণন করেছেন। ভগবৎ ভোলা জীবের মায়াজনিত সংসার বন্ধন এবং স্থূল দেহে আত্মবুদ্ধি—এটি নিত্য সম্বন্ধের বিপর্যয় মাত্র বা বিরূপাবস্থা এবং এর থেকেই আমাদের বিবিধ দুঃখ বা ক্লেশ। স্বরূপগত পরিচয়ে আমাদের কোন ক্লেশ নাই। উপনিষদ বাক্যে—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' অর্থাৎ আমরা অমৃতের পুত্র। আমরা আনন্দময়ের অংশ, তাঁর সেবক। আমাদের বর্হিমুখতা আমাদেরকে ক্লেশ সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছে। এর থেকে উদ্ধার করবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে যে গম্ভীর শিক্ষা প্রদান করেছেন তার ভিত্তিতে কিছু আলোচনা করার প্রয়াস করা হচ্ছে।

জীব শ্রীকৃষ্ণের শক্তি

শাস্ত্র বলেন—''বিভিন্নাংশ জীব তাঁর শক্তিতে গণন''। সর্বশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের স্বাভাবিক তিনশক্তি প্রধান। তার মধ্যে জীব একটি শক্তি। সমগ্র জৈবজগৎ জীবশক্তির পরিণাম। এছাড়া চিৎশক্তি ও মায়াশক্তি নামে তাঁর আরও দুটি শক্তি রয়েছে। চিৎশক্তি প্রকাশিত চিৎজগৎ ও মায়াশক্তির প্রভাবময় মায়িক জগৎ—এই দুয়ের মধ্যভাগে জীবশক্তির অবস্থিতি। শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় বলা হয়েছে—''জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ।'' এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন—'মায়াশক্তি জড়া ও ভোগ্যা বলিয়া অনুৎকৃষ্টা অর্থাৎ নিকৃষ্টা আর জীবভূতা পরা প্রকৃতি চেতন ও ভোক্তা বলিয়া উৎকৃষ্টা।'' জীবশক্তি চিৎজগৎ ও মায়িক জগতে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। উভয় জগতের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকায় জীব তটস্থাশক্তির পরিণাম। জীবের তটস্থাখ্যের কারণ এই যে, জীব মায়াশক্তি হতে অতীত তত্ত্ব এবং পরাশক্তি হতে জাত। জড় অহংকার মায়ার বৃত্তি, জীব তা থেকে অতিরিক্ত পদার্থ অর্থাৎ চিন্ময় পদার্থ। বহিরঙ্গা মায়াশক্তির অবিদ্যারূপ বৃত্তির দ্বারা জীবের বন্ধন ও বিদ্যার দ্বারা সে মায়াবন্ধন হতে মুক্ত হয়। তটস্থ ভূমিকায় উন্মুখ হয়ে সে ভগবৎ রাজ্যে যেতে পারে এবং বিমুখ হয়ে মায়িক রাজ্যেও আসতে পারে। জীব যেহেতু শক্তি তত্ত্ব, শক্তিমানের সেবা করা, শক্তিমানের আশ্রয়ে থাকা তার ধর্ম।

জীব সৃষ্টির কারণ

ভগবান চিন্ময়, অসীম ও জ্বলিত অগ্নি বিশেষ। অনন্ত জীবসকল স্ফূলিঙ্গের কণাস্বরূপে তাঁর থেকে নিঃসৃত হয়েছে। জীবের স্বরূপ গঠনে মায়ার কোন ক্রিয়া নাই। অথচ তার মায়াবশ যোগ্যতা রয়েছে। যদি তাই হয় এরূপ জীব সৃষ্টির প্রয়োজন কি? উত্তরে বলা যায় যে, ঈশ্বর তত্ত্বের বিচিত্র স্বভাব। ক্ষুদ্র জীব তাঁর হদিশ পেতে পারে না। অচিন্ত্যশক্তিমান ভগবান অফুরন্ত তাঁর লীলা, লীলাবশে তিনি বহু। জীব তাঁর শক্তি, শক্তি ব্যতীত শক্তিমানের পূর্ণতা নাই। তাঁর অচিন্ত্যস্বরূপশক্তির দুইপ্রকার প্রবৃত্তি—অসীম-ক্রিয়াপ্রবৃত্তি ও অণু-ক্রিয়াপ্রবৃত্তি। অসীম-ক্রিয়াপ্রবৃত্তিকে চিৎশক্তি বলা হয় এর থেকে কৃষ্ণের বহু অবতার, বহু চিৎ বিলাস। অণু-ক্রিয়াপ্রবৃত্তি থেকে জীবশক্তির প্রকাশ। নিত্যমুক্ত, বদ্ধমুক্ত এবং অনন্ত বদ্ধজীব সকল সব জীবশক্তির দ্বারা প্রকটিত। এই উভয় বৃত্তি না থাকলে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণতার হানি হত। শক্তিমান ভগবানে জীবের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাব্য ও অপরিহার্য। জীবতত্ত্ব থেকে কৃষ্ণতত্ত্বের শক্তিমত্তা এবং যাবতীয় বিলাস। এই তত্ত্ব না থাকলে লীলা হত না। শুধু তাই নয় সৃষ্টির বিচিত্রতা থাকত না। তাই ভগবৎ ইচ্ছায় তাঁর শক্তির কার্যরূপে জীবশক্তির প্রকাশ। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর চৈতন্যচরিতামৃতের আদি ৭।১১৬-১১৭ শ্লোকে অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে এইসকল দিকদর্শন প্রদান করেছেন।

জীব কৃষ্ণের বিভিন্নাংশ

জীব শ্রীহরির বিভিন্নাংশ। শ্রীহরির দুইপ্রকার অংশ—একটি স্বাংশ, অপরটি বিভিন্নাংশ। স্বাংশগুলি সব ভগবৎ স্বরূপ অর্থাৎ শক্তিমানতত্ত্ব। এঁরা ভগবৎ স্বরূপে নিত্যকাল চিন্ময় রাজ্যে লীলাবিলাস করে থাকেন। এঁরা কখনো কখনো মায়িক জগতে অবতরণ লীলা করেন। বহিরঙ্গা মায়াশক্তি কখনো এঁদের স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু বিভিন্নাংশ জীব মায়াবশ যোগ্য, কেননা সে ভিন্ন অংশ। বিভিন্নাংশ শব্দে বিশেষরূপে ভিন্ন অংশ। এই বিষয়ে শাস্ত্রকারগণ দুটি দৃষ্টান্তের অবতারণা করেছেন। সূর্যাংশের কিরণকণ ও অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ। সূর্য ও সূর্যের রশ্মিকণ এবং প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড ও বিস্ফুলিঙ্গ পরস্পরের সম্বন্ধী তত্ত্ব হলেও উভয়ের ভিন্ন স্থিতি। এই বিভিন্নাংশ রূপে কৃষ্ণ অনন্ত জীব স্বরূপ। মায়াবশ যোগ্যতা এদের রয়েছে। চিৎকণ জীবের এই মায়াবশ যোগ্যতা জীবশক্তিকে ভিন্নতা দান করেছে।

জীবের কৃষ্ণসম্বন্ধ অতি ক্ষীণ

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—''সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবো, দুর্জয়ানামহং মনঃ'' অর্থাৎ সূক্ষ্ম বস্তুসমূহের মধ্যে আমি জীবস্বরূপ। সূক্ষ্মতার চরম অবস্থায় জীবতত্ত্ব। কেশের অগ্রভাগকে শতভাগ করে তার একভাগকে পুনরায় শতভাগ করলে সেই পরিণাম জীবের অণুত্ব। অর্থাৎ ''কেশাগ্র-শতেক-ভাগ পুনঃ শতাংশ করি। তার সম সূক্ষ্ম জীবের 'স্বরূপ' বিচারি ॥ (চৈঃ চঃ মঃ—১৯।১৩৯)। শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ তাঁর বৃহৎ বৈষ্ণব তোষণী গ্রন্থের টীকায় মহাবরাহ পুরাণের একটি শ্লোক উদ্ধার করে বলেছেন—

''তদেব নাণুমাত্রহপি ভেদঃ স্বাংশাংশিনোঃ ক্বচিৎ।
বিভিন্নাংশোহল্পশক্তিঃ স্যাৎ কিঞ্চিৎ সামর্থমাত্রযুক্''॥

অংশী কৃষ্ণ আর স্বাংশ তত্ত্বে স্বল্পমাত্রও ভেদ নাই। কিন্তু জীব বিভিন্নাংশ, চিৎঅণু অল্পশক্তিযুক্ত এবং স্বল্প সামর্থযুক্ত। এই অণুত্বই জীবকে মায়াবশ যোগ্যতা দান করেছে। বাস্তবিক পক্ষে মূল সূর্য কখনো কুয়াশা বা মেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না। সূর্যের রশ্মি বা তার তেজ কখনও কখনও আবৃত হয়। জীব চিৎকণ হলেও মায়ার দ্বারা বশীভূত হয়। এই মায়াবশ যোগ্যতা জীবের অণুত্ব বশতঃ। অণুত্ব বশতঃ জীব প্রায় নিঃশক্তি। মুক্তাবস্থায় সে কৃষ্ণের স্বরূপশক্তির অনুগ্রহে শক্তিযুত হন।

বদ্ধজীব স্বরূপত পরমাত্মার অংশ

জীব শ্রীহরির বিভিন্নাংশ হলেও স্বরূপশক্তিমান শ্রীকৃষ্ণের Direct অংশ নয়। স্বরূপশক্তিমৎ শ্রীকৃষ্ণের অংশ কখনই মায়াবশ যোগ্য হতে পারে না। সেইজন্যই বিভিন্নাংশ শব্দের অবতারণা। তাহলে প্রশ্ন আসে জীব কোন্ কৃষ্ণের অংশ? এই প্রশ্নের সমাধানে শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ তাঁর পরমাত্ম সন্দর্ভে বলেছেন—''জীবশক্তি বিশিষ্টসৈব তব জীবো অংশ ন তু শুদ্ধস্যেতি''—অর্থাৎ জীবশক্তি বিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশ জীব, শুদ্ধ কৃষ্ণের অংশ নয়। স্বরূপশক্তি সমন্বিত কৃষ্ণই অন্তর্যামী, তিনিই শুদ্ধকৃষ্ণ। জীব একটি অণুপ্রবেশকারী শক্তি। শক্তিমান পরমাত্মাতে জীবশক্তি অণুপ্রবিষ্ট হয়েছে, তাই অণুপ্রবেশ বশতঃ ভগবান জীবশক্তি বিশিষ্ট হয়েছে। ইনি সংকর্ষণের অংশ কারণোদশায়ী বিষ্ণু। ইনি আদ্য অবতারস্বরূপ, তাতেই জীব সকলের প্রকাশ। জীব এঁর অংশ এবং এঁর অধীন। তাই জীব পরমাত্মার বৈভব। কৃষ্ণেচ্ছায় অভিন্ন বিগ্রহ বলদেবের মাধ্যমে সৃষ্টিলীলা। বলদেবের অংশ সংকর্ষণ, তার অংশ কারণোদশায়ী। ইনি সকল বদ্ধজীবের আশ্রয় ও নিয়ন্তা। মহাপ্রলয়ে বদ্ধজীব সকল এঁর অঙ্গের বর্হিদেশকে আশ্রয় করে থাকে।

জীবের ভেদাভেদ সম্বন্ধ

জীবশক্তির পরিণাম সমগ্র জীবজগৎ। জীব কৃষ্ণশক্তি। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব শাস্ত্রসম্মত।'শক্তিশক্তি-মতয়োহভেদ'। এই শাস্ত্রবাণী তার প্রমাণ। অথচ শক্তি কখনও শক্তিমান তত্ত্ব হতে পারে না, তাই শক্তি-শক্তিমানের মধ্যে একটা ভেদাভেদ সম্বন্ধ এসে যায়। এই সম্বন্ধটি নিত্য এবং অচিন্ত্যনীয়। শ্রীচৈতন্যদেব এই তত্ত্বের স্রষ্টা। তিনি একে অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব বলেছেন। এই সিদ্ধান্তে কৃষ্ণপ্রেম সেবা সিদ্ধ হয়। ''মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ''—এই সিদ্ধান্তে জীব কখনই প্রভু তত্ত্ব নয়। তাঁর প্রভুত্ব ভগবৎতত্ত্বের অধীন। আবার শ্রীহরির স্বরূপে যে উপাদান রয়েছে অণুচিৎ জীবের স্বরূপেও সেই উপাদান রয়েছে। জীব ও হরি একই উপদান দ্বারা গঠিত, একই জাতীয় বস্তু। চিদংশে উভয়ের মধ্যে নিত্য অভেদ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। শক্তিতত্ত্ব শক্তিমানের আশ্রয় ব্যতীত কখনই থাকতে পারে না। তাই শ্রীহরি নিত্যকাল পরমাত্মারূপে জীবাত্মাকে অভেদরূপে ধরে রাখেন। তথাপি সেই পরমাত্মা হরি বিভু, জীব অণু। হরি মায়াধীশ, জীব মায়াবশ—এই ভেদও নিত্য। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে সমগ্র বৈষ্ণব জগৎ দাঁড়িয়ে রয়েছে।

জীবের মুক্তাবস্থা

যে সকল জীব নিত্য কৃষ্ণোন্মুখ, তাদের মুক্ত জীব বলা হয়। এই মুক্তজীব দুইপ্রকার। যথা—নিত্যমুক্ত ও বদ্ধমুক্ত। নিত্যমুক্ত জীব বলদেব অভিন্ন সংকর্ষণের অধীনস্থ। সংকর্ষণ প্রকটিত জীব নিত্যসিদ্ধ। এঁদের কৃষ্ণ বিস্মৃতি নাই ফলে কখনই মায়াগ্রস্থ দশা লাভ করে না। নিরন্তর অকপট, নিঃস্বার্থ ভগবৎ সেবায় নিযুক্ত থাকা তাঁদের স্বভাব। এঁরা ভগবানের অনন্ত লীলার সহকারী। ভগবান যখন নিজ অচিন্ত্যশক্তিবলে প্রপঞ্চে বিজয় করেন, তখন অনেক মুক্ত জীব তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এই প্রপঞ্চে আসেন। কিন্তু কখনও জড়বদ্ধ হন না। আবার লীলা সমাপনান্তে ভগবানের সঙ্গে তাঁরা শুদ্ধধামে গমন করেন। আর কারণার্ণশায়ী প্রকটিত জীব কতকগুলি বদ্ধ আর কতকগুলি মুক্ত। বদ্ধমুক্ত জীব জড়ে থেকেও আবদ্ধ হয় না। এদের জীবন্মুক্তও বলা যায়। বদ্ধমুক্ত জীবগণের সর্বতোভাবে নিত্যসিদ্ধের ন্যায় আচরণ। এঁরা বদ্ধভাব মুক্ত হওয়ায় এই জড়-জগতের সমস্ত বিষয় অবগত আছেন। এঁরা সময়ে সময়ে জড়জগতের এসে উপযুক্ত জীবগণের প্রতি কৃপাপূর্ব্বক ভগবৎ নির্দেশ জানিয়ে দেন। ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজ নিজ সিদ্ধদেহে বিচরণ করেন এবং পুনরায় শুদ্ধধামে গমন করেন। তাতেও এঁরা বদ্ধ হন না। সাক্ষাৎ শ্রীবলদেব প্রকটিত পার্ষদগণ গোলকেতে শ্রীকৃষ্ণ সেবা করেন। সংকর্ষণ প্রকটিত পার্ষদগণ বৈকুণ্ঠ ধামে সেবারস পান করেন। এঁদের জীব বলা হয় না।

জীবের বদ্ধাবস্থা

নিত্যবদ্ধ জীব পরমাত্মা কারণোদকশায়ীর আশ্রয়ে থাকেন। অনাদি কাল থেকে স্বরূপ বিস্মৃতিবশতঃ এদের বর্হিমুখতা। এঁরা সকলেই পরমাত্মার বৈভব এবং সৃষ্টিতে মায়াশক্তি কবলে কবলিত হয়ে জড়ে আবদ্ধ হন। বিরূপাবস্থায় এই সকল জীবের ভোগপ্রবৃত্তি। ভোগপ্রবৃত্তিপর জীবগুলি মায়ার সংস্রবে এসে বদ্ধদশা প্রাপ্ত হয়। তটস্থ ধর্মবশতঃ অণুচৈতন্য জীব মায়িক ধর্ম্মে আবদ্ধ হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে। শুদ্ধজীবের সত্ত্বা, আকার ও বিকার সকলই চিন্ময়। তথাপি এত বেশী পরিমাণ অণু যে তার শুদ্ধ আকার মনোময় লিঙ্গদেহ দ্বারা আচ্ছাদিত হয় এবং কর্ম্মক্ষেত্রে এসে ঐ লিঙ্গদেহও স্থূলদেহ দ্বারা আচ্ছাদিত হয় এইরূপে জীব বদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এরা নিত্যবদ্ধ। ভগবানের অপরাশক্তি বা দৈবীশক্তি মায়া এদের ত্রিগুণজালে বদ্ধ করে ক্লেশ ভোগ করায়। কর্ম্মফল বাধ্য জীব উচ্চনীচ যোনী ভ্রমণ করতে থাকে। বদ্ধজীব সকলের ক্লেশের অন্ত নাই। দুঃখ সমুদ্রে পড়ে এরূপ অনন্তকোটি জীব সংসারে হাবুডুবু খায়।

কৃষ্ণভুলি সেই জীব অনাদি বর্হির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুঃখ ॥
(চৈঃ চঃ মঃ-২০।১১৭)

জীবের বদ্ধাবস্থার কারণ

জীবের স্বতন্ত্রতা ও স্বরূপ বিস্মৃতি তার অণুত্ব বদ্ধাবস্থার মুল কারণ। অবিদ্যাগ্রস্থ বিমুখ জীব স্বতন্ত্র ও ভোগোন্মুখ। অণু চিৎকণ জীবে কৃষ্ণের ন্যায় স্বতন্ত্রতার অণু অংশ রয়েছে। সেই স্বতন্ত্র শক্তির অপব্যবহার অর্থাৎ ভোগপ্রবৃত্তি জীবকে মুক্ত অবস্থায় যেতে বাধা সৃষ্টি করে। অণুত্ব, স্বল্পশক্তিত্ব, স্বল্প সামর্থত্ব এবং স্বতন্ত্রতা তাকে মায়াশক্তির দ্বারা বশীভূত হওয়ার যোগ্যতা দান করেন। ফলে ভোক্তাভিমানী স্বতন্ত্র জীব ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার দ্বারা দণ্ডিত হয়ে নিত্য আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। এই জড় জগতে এসে কর্ম্মফল বশতঃ সে কখনো স্বর্গ কখনো বা নরকে যন্ত্রণা ভোগ করে। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে (১১।২৩৭) নিমি-নবযোগেন্দ্র সংবাদ প্রসঙ্গে জীবের বদ্ধাবস্থার কারণ বিশেষরূপে বর্ণিত হয়েছে। জীবের স্বরূপবিস্মৃতি, দ্বিতীয় অভিনিবেশ এবং দেহাত্মবোধ থেকে সংসার গতি স্পষ্ঠভাবে বর্ণন করা হয়েছে।

মুক্তি লাভের উপায়

জীব তটস্থাশক্তির পরিণাম হলেও তটস্থ অবস্থায় কেউ থাকতে পারে না। হয় মুক্ত হয়ে কৃষ্ণ সেবা করবে না হয় মায়াবদ্ধ দশা লাভ করে জড়ে আসক্ত হবে। যিনি জড়ে আসক্ত হয়েছেন তাকে পুনরায় স্বরূপে স্থিতি লাভ করতে হবে। সেই স্বরূপে স্থিতি লাভের জন্য যেমন ভাগ্য দরকার, তেমনি তার সাধনও দরকার। ভাগ্য অর্থে পূর্ণ সঞ্চিত সুকৃতি এবং সাধুসঙ্গে ভক্তিযাজন। অজ্ঞানতার অন্ধকার কাটাতে ভগবানের কৃপালীলার মাধ্যমে সাধু-শাস্ত্রের আবির্ভাব।

সাধু-শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তরে মায়া তাহারে ছাড়য় ॥
(চৈঃ চঃ মঃ-২০।১২০)

এই দুয়ের সংস্পর্শে আসার নাম ভাগ্য। পূর্বসুকৃতির ফলে এরূপ ভাগ্যলাভ করে জীব কৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হয়। সাধুর অনুগমনে রুচি লাভ পূর্ব্বক ভাগ্যবান জীব তীব্র ভজন করে ক্রমে মুক্তি দশা লাভ করে। সাধুর কৃপা ও শাস্ত্রের অনুগ্রহে জীবের কর্মফল ভোগ বাসনার চির নিবৃত্তি হয়। এরা সাধন মুক্ত জীব।

ভগবৎ দাস্য জীবের নিত্য

কি বদ্ধাবস্থায় কি মুক্তাবস্থায় জীবের কৃষ্ণ দাসত্ব ধর্ম্ম নিত্য। এ সংসারে এসে মায়ার দাসত্ব ধর্ম্ম অনিত্য। জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণের অংশ। সে কখনই প্রভুতত্ত্ব হতে পারে না। মায়িক সংসারে যাবতীয় ধর্ম্ম জীবের নৈমিত্তিক ধর্ম্ম। তাহলেও মায়ার রাজ্যে এসে সে ব্যতীরেকভাবে কৃষ্ণ দাসত্বই করে। কৃষ্ণের এই সৃষ্টি লীলা। সৃষ্টিলীলা না থাকলে বদ্ধজীবের গতি থাকত না। মায়ার দ্বারা ক্লেশ ভোগ করিয়ে তাকে পুনঃ আনন্দের রাজ্যে নেওয়ার এই এক উপায়। মুক্ত জীব ভক্তিযোগ আশ্রয়ে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণের দাসত্ব করেন। বদ্ধাবস্থায় সে মায়াদ্বারা মোহিত হয়ে ব্যতীরেকভাবে কৃষ্ণের সৃষ্টিলীলার পুষ্টিসাধন করে। অজ্ঞানতাবশতঃ সে কৃষ্ণের মায়িক স্বরূপের (বিরাটের) সেবা করেন। কৃষ্ণের সৃষ্টি-লীলার পুষ্টিসাধন বশতঃ বদ্ধাবস্থাতেও জীবের কৃষ্ণ দাসত্ব সিদ্ধ হয়। বদ্ধাবস্থাতে পরমাত্মার আশ্রয় বা সেবা ব্যতীত সে থাকতে পারে না। তবে এই সেবা দ্বারা জীবকে ক্লেশই পেতে হয়।

কৃপা লীলার মাধ্যমে বদ্ধজীবের গতি

ভগবান লীলাময়। চিৎশক্তি, জীবশক্তি ও মায়া-শক্তি— এই তিন শক্তিকে নিয়ে তাঁর যতপ্রকার লীলা। চিন্ময় জগৎ ও মায়িক জগতে তাঁর লীলা বিস্তার লাভ করেছে। চিৎ লীলা কেবল আনন্দে ভরা। মায়িক লীলায় বদ্ধজীবগুলির চরম দুর্গতি। ভগবান কৃপাময়, তাই তাদের গতি দান করবার জন্য এই মায়িক জগতে অবতরণ লীলা করেন। ঐ অবতার লীলার মাধ্যমে ভগবানের বিগ্রহ, নাম, ধাম, কথা এসেছে। এগুলি সব স্বরূপশক্তি প্রকটিত কৃপালীলার সামগ্রী। অণুচিৎ সত্ত্বা বিশিষ্ট জীব সাধন দ্বারা সে বড়জোর ব্রহ্মানন্দ বা আত্মানন্দ পেতে পারে। তারজন্য তার জ্ঞান বা যোগ সাধনই যথেষ্ট। কিন্তু সাক্ষাৎ সেবানন্দ বা প্রেমানন্দ পেতে হলে কৃপালীলার বস্তুগুলিকে ধরতে হবে। ভক্তি যোগ ব্যতীত অন্য কোনরূপ সাধনের দ্বারা জীব প্রেমানন্দ লাভ করতে পারে না। কারণ প্রেমানন্দটি স্বরূপশক্তির বৃত্তি। জীবশক্তির মধ্যে সেই বৃত্তিটা নাই। স্বরূপশক্তির দ্বারা বিশেষভাবে অনুগৃহিত জীব প্রেমসেবানন্দ লাভ করতে সক্ষম হয়। কৃপালীলাকে আশ্রয় ব্যতীত জীবের প্রেম সেবাময় জীবন লাভের অন্য কোন পথ নাই। শ্রীচৈতন্যদেব কৃষ্ণদাসত্বে জীবের এই প্রেমানন্দ লাভের শিক্ষা জগতকে দান করেছেন। ❑

আমার পরিচয়

শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী (কলকাতা)

বাগবাজার গঙ্গাঘাটে প্রতিদিন সকালে কেউ কেউ স্নান করেন, কেউ কেউ প্রাতঃভ্রমণে বের হন, কেউ কেউ বা শরীরচর্চা করতে গঙ্গার তীরে তীরে ছুটতে থাকেন, কেউ কেউ বা পথক্লান্তি দূর করবার বৃক্ষতলে বিশ্রাম নেন, কেউ কেউ স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বৃক্ষের নীচে গঙ্গার বাঁধানো ঘাটে মুক্ত বাতাস আস্বাদন করতে থাকেন। এইরূপে একটি ঘাটে পরস্পর মুখ করে দুটি লোক বসে আছেন। তাদের মধ্যে একজনের বয়স আনুমানিক পঞ্চাশ, অপরজনের বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে জিজ্ঞাসা করল— অনেকদিন ধরে আপনাকে এখানে দেখতে পাই, আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করব বলে সময় হয়ে উঠে না। আজকে আপনাকে পেয়েছি। আপনি দয়া করে আপনার পরিচয়টি বলবেন?

আমার প্রথম পরিচয়

উত্তরে কনিষ্ঠ বললেন—''আমার তিনটি পরিচয় আছে, কোনটি আপনি জানতে চান? আপনি যে পরিচয়টি জানতে চাইবেন আমি আনন্দমনে তার উত্তর দিব।''

সেকথা শুনে জ্যেষ্ঠ একটু বিরক্ত হয়ে কনিষ্ঠকে বললেন—''আমি বয়সে আপনার থেকে বড়, আমার সঙ্গে আপনার এরূপ রসিকতা করা উচিত নয়। ইচ্ছা না হলে আমার কথার উত্তর না দিতে পারেন। কিন্তু এরূপ ঘুরিয়ে প্যাঁচিয়ে বলার কি প্রয়োজন?''

কনিষ্ঠ বললেন—''আপনার সঙ্গে রহস্য করা আমার মোটেই উদ্দেশ্য নয়। আমার বাস্তবিকই তিনটি পরিচয় আছে। আপনি ধৈর্য ধরে শুনলে আমি আপনার নিকট বলতে পারি। যদি আমার স্থূল পরিচয়ের কথা জিজ্ঞাসা করেন তাহলে আমি এইমাত্র বলব যে, আপনার বা অন্যান্য প্রাণীগণের শরীর যে উপাদানে গঠিত, আমার এই শরীরও সেই উপাদানে গঠিত। এই শরীরটি বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাওয়া যাবে—এতে মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশরূপ পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চবিষয় (রূপ, রস গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ), পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক) ও পঞ্চ-

কর্মেন্দ্রিয় (পাণি, বাক্, পায়ু, উদর ও উপস্থ) রূপ ২০ টি উপাদান রয়েছে। অবশ্য আপনি বিজ্ঞ ব্যক্তি, এইসকল কথা ভালভাবে জানেন তবুও আপনি যখন আমার কাছে আমার পরিচয় জানতে চেয়েছেন, তখন আপনার প্রশ্নের উত্তর পূর্ণভাবে প্রদান করবার জন্য এই সকল কথা বলতে হচ্ছে।

যদি আমি কার নিকট হতে এই শরীরটি পেয়েছি জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে আমাকে বলতে হবে, আমি যার নিকট হতে এই দেহ পেয়েছি, তার দেহও ঐ ২০টি উপাদানে নির্ম্মিত। তবে স্থূল শরীরের আকার প্রভেদক্রমে একজনের সঙ্গে অপর জনের পার্থক্য দেখা যায়। শরীরগত আকারেরও আবার বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন ঘটে। যার নিকট হতে এই দেহ পেয়েছি তার নাম যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে আমাকে বলতে হবে তার নাম .....। তবে নামে তার সুষ্ঠু পরিচয় হয় না। কারণ নামের সঙ্গে মানুষের কার্যের অনেক সময় সাদৃশ্য থাকে না। যেমন দেখুন, কারও নাম হয়ত হরিদাস, কিন্তু কার্যত তিনি হয়ত হরিবিরোধী, হরির পাপনাশক নামটি যাতে ভক্তগণের নিকট উচ্চারিত না হয় সেজন্য হয়ত তিনি উঠে পরে লেগেছেন। আবার দেখুন কারও নাম হয়ত মৃত্যুঞ্জয়, কিন্তু চির রুগ্ন বশতঃ তিনি হয়ত অণুক্ষণ মৃত্যুর কবল সংস্পর্শের ভয়ে ভীত হয়ে জীবন্মৃত অবস্থায় অবস্থান করছেন। আবার জন্মান্ধ ছেলের নাম রাখা হল পদ্মলোচন। এরূপ উদাহরণ জগতে বিরল নয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে নাম খুব কম লোকের সুষ্ঠু ভাবে পরিচয় প্রদান করতে পারে। শ্রীনাম যাঁর সুষ্ঠু পরিচয় প্রদান করে আমরা কিন্তু একবারও তাঁর কথা ভাবি না। এটাই আমাদের দুর্দৈবের পরিচয়।

অবশ্য আপনি হয়ত ভাবছেন আমি পাগলের ন্যায় প্রলাপ বলছি, কিন্তু আপনার পায়ে ধরে এই পাগলের দু-একটা কথা শুনবার জন্য অনুরোধ করছি।

দ্বিতীয় পরিচয়

আমার দ্বিতীয় পরিচয় হলো সূক্ষ্ম দেহের। ইহা লিঙ্গ দেহ বা বাসনাময় দেহ নামে পরিচিত। এটা মন, বুদ্ধি ও অহংকার এই তিনটি উপাদানে গঠিত। একজন ব্যক্তি জামা ও গেঞ্জি পরে থাকে। জামাটা বাইরের দিক দিয়ে দেখা যায়। কিন্তু গেঞ্জিটা ভিতরে থাকার জন্য চোখে পড়ে না। সেইরূপ আমার স্থূল শরীরটিকে বাইরে থেকে দেখা গেলেও সূক্ষ্মশরীরটিকে বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না। এই সংসার নাট্যশালায় আমার অভিনয় শেষ হলে আমি মাতা বসুন্ধরাকে আমার সাধের স্থূল দেহটি উপহার দিয়ে এই জগৎ থেকে বিদায় গ্রহণ করব। আমি এ জগতে যা কিছু পূণ্য ও পাপকর্ম করছি তা সংস্কার থেকে স্বভাবে পরিণত হয়। সেই স্বভাব থেকে পরবর্ত্তী শরীর তৈরী হয়। সুতরাং কর্ম্ম অনুযায়ী ঐ বাসনাময় দেহে বা সূক্ষ্ম দেহে কখনও মানুষ, কখনও পশু, কখনও কৃমিকীট আদি চুরাশি লক্ষ যোনিতে মায়ারচিত চৌদ্দভুবনে ভ্রমণ করতে থাকি। এ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণের একটি শ্লোকে রয়েছে—

জলজা নবলক্ষানি স্থাবরা লক্ষবিংশতিঃ।
কৃময়ো রুদ্র সংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষনম্।
ত্রিংশোলক্ষাণি পশবঃ চতুলক্ষাণি মানুষাঃ ॥

অর্থাৎ নয় লক্ষবার জলজ প্রাণী হয়ে, বৃক্ষ হয়ে কুড়ি লক্ষ বার, কৃমি-কীট হয়ে এগারো লক্ষবার, পক্ষী হয়ে দশ লক্ষবার, ত্রিশলক্ষ বার পশু হয়ে এবং চার লক্ষবার মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ ঐ লিঙ্গ দেহেই করে থাকি। বাসনাময় দেহ বা সূক্ষ্মদেহের রাজ্যে রাজা মন। বুদ্ধি ও অহংকার অমাত্যদ্বয় বা মন্ত্রীদ্বয়। যদি লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ শরীর ধরে পরিচয় জানতে চান, তাহলে আমি বলব আমি রাজা ও মন্ত্রীদের রাজ দরবার।

তৃতীয় বা নিত্য পরিচয়

এখন তৃতীয় পরিচয়ের কথা বলছি। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার প্রার্থনায় স্বয়ং ভগবান উপস্থিত হয়ে যে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করেছেন, তা হতে আমি উত্তমরূপে বুঝতে পেরেছি যে, যে জিনিষটার জন্য আমার আমিত্ব বর্ত্তমান, অর্থাৎ যা আমার বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণ করে, সে জিনিষটা জীবাত্মা। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে আমি জীবাত্মা বা চিৎকণ। ভগবানের যেমন স্বরূপবিগ্রহ আছে, সেইরূপ জীবেরও চিৎদেহ নিত্যরূপে আছে। সেই চিৎদেহ বৈকুণ্ঠ ধামে প্রকাশিত থাকে। জড় জগতে বদ্ধ হয়ে তা দুটি আবরণে লুক্কায়িত আছে। তার প্রথম আবরণ লিঙ্গদেহ ও দ্বিতীয় আবরণ স্থূলদেহ। স্থূল দেহ যেসকল কর্ম করে, তার ফলকে সঙ্গে করে লিঙ্গদেহ দেহান্তর প্রাপ্তি হয়। জীবাত্মা আমি প্রথম আবরণ লিঙ্গ দেহ এবং তার উপরে স্থূলদেহরূপ আবরণে আবৃত আছি। এই জীবাত্মার পরিচয় সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলেন—"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ" অর্থাৎ একটা কেশকে একশ ভাগ করে তার থেকে একটা ভাগ নিয়ে পুনরায় শতভাগ করলে সেই ক্ষুদ্র পরিমিত বস্তুটি আমি বা জীবাত্মা। আমি ভগবানের অংশ। আমি জীব।

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আমার পরিচয় দিয়েছেন—"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।"আমি ভগবানের দাস। দাস সূত্রে প্রভুর সেবা করাই ধর্ম। সুতরাং কৃষ্ণের সেবা করাই আমার ধর্ম। আমরা এই জগতে সকলেই দাসত্ব করছি। কেউ মায়ার দাসত্ব আবার কেউ ভগবানের দাসত্ব করছি। মায়ার দাসত্বে মায়িক বা জড়ীয় ক্ষণিক, তুচ্ছ আনন্দ রয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণের দাসত্বের মধ্যে চিন্ময়, অপ্রাকৃত আনন্দ রয়েছে।

অসংখ্য জীবাত্মার মধ্যে আমার চিন্ময় বৈশিষ্ট্য বা শুদ্ধস্বরূপ যদি আপনি জানতে ইচ্ছা করেন, তাহলে আমি আপনাকে করজোড়ে নিবেদন করছি, এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় শুদ্ধ সেবা না পাওয়া পর্য্যন্ত জানা সম্ভব নয়। সুতরাং এই পরিচয়টি যদি আপনাকে প্রদান করতে হয় তাহলে আমাকে সৎগুরু আশ্রয়পূর্বক ভজন করতে হবে, সত্যতা নির্দ্ধারণের জন্য আপনাকেও তদ্রূপ ভজন করতে হবে।

কনিষ্ঠ যখন এই কথাগুলি বলছিলেন তখন সেস্থানে অনেক লোক উপস্থিত হয়েছিলেন। এই অদ্ভুত কথা শুনে তারা সকলেই বললেন 'কি অবাক কাণ্ড'। এরূপ কথা তো কখনই শুনি নাই। আপনি এসব অদ্ভুত কথা কোথা থেকে জেনেছেন?

তাদের প্রশ্নের উত্তরে কনিষ্ঠ বললেন—আমি আমার গুরুর কাছ থেকে এইসকল গুপ্ত কথা জানতে পেরেছি। এসমস্ত কথা গুরুকৃপা দ্বারাই জানা যায়। আপনারা যদি আরও কিছু জানতে চান তাহলে আপনাদের অতি নিকটে বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসুন। সেখানে পরম দয়ালু, সকলের হিতাকাঙ্খী বৈষ্ণব ঠাকুর এক চিন্ময় পরিবেশে ভজনে নিমগ্ন। তাঁর নিকট গেলে আপনাদের সকল সংশয় দূর হবে, চিরশান্তি লাভ করবেন—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ❑

একটি তুচ্ছ ঘটনা

কৃষ্ণা দাসী (কলকাতা)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)...

এইরকম কৃষ্ণ অনন্যশরণ সাধুর নিন্দা করেন কেউ তবে জানতে হবে তিনি মহানামাপরাধী। এইরকম সাধুর মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনলেই তাকে বৈষ্ণব বলে প্রণাম করা উচিত, কারণ—

শাস্ত্র বলছেন—

বৈষ্ণব দেহেতে থাকে শ্রীকৃষ্ণের শক্তি।
সেই দেহস্পর্শে অন্যের হয় কৃষ্ণভক্তি ॥
বৈষ্ণব-অধরামৃত আর পদ-জল।
বৈষ্ণবের পদরজ তিন মহাবল ॥
বৈষ্ণব নিকটে যদি বৈসে কতক্ষণ।
দেহ হৈতে হয় কৃষ্ণশক্তি নিঃসরণ ॥
সেই শক্তি শ্রদ্ধাবান হৃদয়ে পশিয়া।
ভক্তির উদয় করে দেহ কাঁপাইয়া ॥

এইরকম শক্তিমান বৈষ্ণবের নষ্টপ্রায় দোষ দেখে কেউ যদি নিন্দা করে তবে সে যমদণ্ড ভোগ করে। কারণ কৃষ্ণ বৈষ্ণবনিন্দা সহ্য করতে পারেন না। ফলে নিন্দুকের কোনদিন নামে রুচির উদয় হয় না।

আমি ঐ সন্ন্যাসীকে বললাম, আপনি সাধু বলছেন কিন্তু সাধু আর ভক্তের মধ্যে পার্থক্য বুঝবেন কি করে? তরুণ সন্ন্যাসী শান্তভাবেই বললেন, সাধক সাধু তিন প্রকার, কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম। তবে 'যার যত নামে রতি সে তত বৈষ্ণব। কনিষ্ঠ বৈষ্ণব বলতে বোঝায় বৈষ্ণবাভাস যুক্তজন, প্রাকৃত বৈষ্ণব, বৈষ্ণব প্রায় এই সকলে। আর মধ্যম বৈষ্ণব হলেন যাঁরা কৃষ্ণে প্রেম, কৃষ্ণভক্তে মৈত্রীর আচরণ করেন, বাচালকে কৃপা করেন, ভগবৎ দ্বেষীজনকে উপেক্ষা করেন। এই মধ্যম বৈষ্ণব থেকেই শুদ্ধবৈষ্ণব গণনা হয়। মধ্যমবৈষ্ণবই নামে অধিকারী। তিনি নাম, বৈষ্ণব প্রভৃতি অপরাধের বিচার করে ভজন করে। আর উত্তম বৈষ্ণব হলেন তিনিই যাঁর সর্বত্র কৃষ্ণ বৈভব দর্শন হয়। শত্রুমিত্র বৈষ্ণবাবৈষ্ণবে ভেদ নেই। কৃষ্ণনাম তিনি অবিরত ভজন করেন।

এই সকল সাধুবৈষ্ণবের নিন্দা পরিহার করে ভজন করতে হবে। মহাপ্রভুর পরিকর চাপালগোপালের মাধ্যমে জগৎকে শিক্ষা দিলেন মহাপ্রভু, বৈষ্ণব অপরাধের ফল কি এবং তা থেকে মুক্তির উপায় কি? শ্রীনাম পরম স্বতন্ত্র ভগবানের প্রকাশ তত্ত্ববনে নামের প্রভাব প্রকাশ বিষয়ে কোন বিধির অপেক্ষা নেই। কিন্তু দশবিধ নামাপরাধের মধ্যে কোন একটা থাকলেও শ্রীনাম অপ্রসন্নতা হেতু নিজেকে প্রকাশ করেন না। আর এই দশবিধ নামাপরাধের মধ্যে সাধুনিন্দা ও নামবলে পাপে প্রবৃত্তি,—এ-দুটি অতি প্রবল অপরাধ। এর ফল নামাশ্রয়ী সাধক বহুকাল বা বহুজন্ম ফল

লাভে বঞ্চিত হন। যতদিন এইসব নামাপরাধ থাকে ততদিন ভক্তিদেবীর প্রসন্নতা সাধক লাভ করে না। প্রগাঢ় সাধনাভিনিবেশ বা মহৎ কৃপায় অপরাধসমূহ দূর হলে ভক্তিদেবী প্রসন্ন হন। আর ভক্তিদেবী প্রসন্ন হলেই শ্রীনাম কৃপা করে শুদ্ধভাবে হৃদয়ে উদিত হন এবং উদিত হলেই নামগ্রহণের মুখ্যফল প্রেম অর্থাৎ নন্দনন্দনে প্রেম উদিত হয় এবং নামগ্রহণের আনুষঙ্গিক ফলরূপে প্রারব্ধাদি সব পাপ সমূলে বিনষ্ট হয়।

অবশ্যই কিন্তু খেয়াল রাখবেন 'যাঁহা সাধুনিন্দা তাঁহা নাহি ভক্তি স্থিতি'। অতএব ধর্মাচরণ করতে হলে সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবা করতে হবে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বললেন—

''সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা, নামসংকীর্ত্তন।
সর্বজীবে দয়া এই ভক্ত আচরণ ॥''

আমি বললাম-সাধুসঙ্গ সবসময় পাওয়া কি সম্ভব? আমরা কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করি কত জায়গায় যেতে হয়, কত লোকের সঙ্গে মিশতে হয়। আমাদের পক্ষে কি সাধুসঙ্গ করা সম্ভব?

উনি বললেন কেন সম্ভব নয়। আপনি কর্মের খাতিরে তাঁদের সঙ্গে যতটুকু মেশার দরকার ভগবানের শরণাগত হয়ে ততটুকু মিশবেন; বাকীসময় সাধুসঙ্গে কাল যাপন করিবেন। তবে খেয়াল রাখবেন যে লোকজনদের সঙ্গে মিশবেন তারা যেন যোষিৎ সঙ্গী না হয়। কারণ অসৎসঙ্গ দুই প্রকার যোষিৎসঙ্গী এবং অভক্ত। অবৈধ স্ত্রীসঙ্গী এবং বৈধ-স্ত্রী-সম্বন্ধে স্ত্রৈণ পুরুষই হল যোষিৎসঙ্গী। স্ত্রীভক্তের পক্ষে এইরকম পুরুষসঙ্গীও ত্যাজ্য।

আর দ্বিতীয় প্রকার হল কৃষ্ণের অভক্ত জন। এরা তিন প্রকার—

মায়াবাদীঃ— যারা ভগবানের নিত্য স্বরূপ মানে না এবং কৃষ্ণাদি শ্রীমূর্ত্তিকে মায়া নির্মিত মনে করেন। আরো কি তারা নিজের জীবস্বরূপে অর্থাৎ নিজেকেও মায়ানির্ম্মিত মনে করে। দ্বিতীয় হল—অন্তরে ভক্তি বা বৈরাগ্য নেই, কেবল কাজ উদ্ধারের জন্য শঠতা বা কপটতা করে বেশ ধারণ করে। তৃতীয় হল, নিরীশ্বর বা নাস্তিক। আর যিনি বলেন,—এসব লোকের নিন্দাকে ও সাধুনিন্দাকে বর্জন করতে হবে। এসব ছেড়ে সৎসঙ্গ করতে হবে।

এবার বলি দ্বিতীয় নাম অপরাধ—'দেবান্তরে স্বাতন্ত্র্য জ্ঞানই অপরাধ। ভগবান কৃষ্ণ অর্থাৎ যিনি ভগ বা ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্ত তিনিই ভগবান। আমরা ভগবান বলি বিষ্ণুকে। শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র ইত্যাদি দেবতাদের দেবতা বা দেব বলি। এর কারণ কি জানেন, সর্বতত্ত্বসার গোলকবিহারী শ্রীকৃষ্ণ ৬৪টি গুণের দ্বারা অলঙ্কৃত হয়ে সবসময় আধার হয়ে বিরাজমান। সেই শুদ্ধসত্ত্ব কৃষ্ণের বিলাস বিগ্রহ হলেন বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ। এর পুরুষ অবতার আর স্বাংশ অবতারে ৬০ টি গুণ বিরাজিত। কিন্তু বিষ্ণুর যাঁরা বিভিন্নাংশ তাদের রয়েছে ৫০টি গুণ।

বললাম পুরুষ অবতার, আর স্বাংশ অবতার বা বিভিন্নাংশ কি?

তিনি বললেন—পরব্যোমস্থিত সংকর্ষণ বিষ্ণু কারণ-বারিতে শয়ন করে কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণুরূপে প্রথম পুরুষাবতার হয়েছেন। আর দ্বিতীয় পুরুষাবতার হলেন ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট মহাবিষ্ণু। যিনি স্বর্গভস্থ উদকে দ্বিতীয় রূপধারণ করে শায়িত হয়েছেন, সেই গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণু হলেন সমষ্টি পুরুষ। আর প্রত্যেক জীবের হৃদয়স্থ পুরুষই হলেন ক্ষীরোদকাশায়ী বিষ্ণু। এই হল তিন প্রকার পুরুষাবতার।

ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর মৎস্য, কূর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার স্বাংশ অবতার আছে। তবে শক্ত্যাবেশ অবতার অর্থাৎ যেসব জীবে ভগবৎ শক্তির আবেশ হয় তারা হলেন-পরশুরাম, বুদ্ধ, পৃথু প্রভৃতি। এই শক্ত্যাবেশ অবতারগণে থাকে ৫০টি গুণ। আর শিবাদি দেবতা বিভিন্নাংশ হলেও তাঁরা সামান্য জীব নন। সেইজন্য তাঁদের ঐ ৫০টি গুণ বেশী পরিমানে থেকেও আরো ৫টি গুণ অধিক থাকে।

বললাম, আচ্ছা শিব বা পিতামহ ব্রহ্মাকে বিভিন্নাংশ বলছেন কেন?

তিনি বললেন—চৈতন্য দ্বিবিধ-স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র। স্বতন্ত্র চৈতন্য হলেন সর্বব্যাপক ঈশ্বর। আর অস্বতন্ত্র হল—দেহমাত্রব্যাপী ঈশ্বরাখ্য চৈতন্যে অধীন জীবাখ্য চৈতন্য।

ঐ সর্বব্যাপক ঈশ্বরাখ্য স্বতন্ত্র চৈতন্য আবার দুই প্রকার—এক হল, তিনি মায়াস্পর্শারহিত। দুই—তিনি অপররূপেই আবার লীলার দ্বারা মায়াস্পর্শ স্বীকার করেছেন। প্রথম প্রকার অর্থাৎ স্বতন্ত্র চৈতন্য হলেন নারায়ণ। তাই দেখা যায় শাস্ত্রে বলা হয়েছে—'হরিঃ হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পর' ইত্যাদি। অর্থাৎ হরি নির্গুণ পুরুষ প্রকৃতির অতীত তিনি।

দ্বিতীয় প্রকারে প্রকাশিত হয়েছেন মায়িক বা মায়াস্পর্শ স্বীকার করে। এখানে তিনি শিবাদি নাম ধারণ করেছেন। এই শিবসম্পর্কে শাস্ত্র বলেছেন—'শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণ সংবৃত' ইতি। গুণ সাম্যাবস্থায় শিব নিত্য

শক্তিযুক্ত, এবং গুণক্ষোভের পর ত্রিলিঙ্গও গুণাবৃত। আবার ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চমাধ্যায়ে বলা হয়েছে—দুধ যেমন বিকার বিশেষের যোগে দই হয়, কিন্তু সেই দই তাবলে দুধ থেকে কখনোই পৃথক বস্তু নয় (আবার দুধও নয়) সেইরকম যিনি সংহার কাজের জন্য রুদ্ররূপে অবতীর্ণ হয়েছেন সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে একমাত্র পরম পুরুষ শ্রীহরি, সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়ে সংবৃত হয়ে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় রূপ কার্য্য ভেদে শ্রীহরি, ব্রহ্মা ও শিব এই সংজ্ঞা ধারণ করেন। এই সাধারণ্য হেতু হরির ঈশ্বরত্বের ন্যায় ব্রহ্মা ও শিবও ঈশ্বর। কিন্তু এখানে বুঝতে হবে এটা ঘটে ঈশ্বর আবেশ বশতঃ। যেমন-সূর্য্য সব পাথরে নিজের তেজের কিছু অংশ প্রকাশ করেন, কিন্তু কেবল সূর্য্যকান্তমণিতেই তেজ প্রতিফলিত হয় সেইরকম সেই হরির স্বীয় শক্তির প্রকাশেই ব্রহ্মা জগতের বিধানকর্তা বা সৃষ্টি কর্ত্তা হন।

আমি এরপর বলে উঠলাম—আর জীবাখ্য চৈতন্য কি? সেই বৈষ্ণব সাধু বলতে লাগলেন,—ঈশ্বরের অধীন জীবাখ্য চৈতন্য হল দুই প্রকার, অবিদ্যা দ্বারা আবৃত এবং অনাবৃত।

আবৃত চেতন হল দেবমনুষ্যতির্য্যগাদি। আর অনাবৃত চৈতন্য দুই প্রকার—ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যশক্তিকর্ত্তৃক অনাবিষ্ট চৈতন্য মূলতঃ দ্বিবিধ—জ্ঞান, ভক্তি সাধনবশে ঈশ্বরে লীন ও অলীন। ঈশ্বরে লীন বলতে ঈশ্বরের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া নয়। নিজ সত্ত্বা অক্ষুন্ন রেখে বিভু চৈতন্য এবং অনু চৈতন্যের মিলন। সেই মিলনে চৈতন্যদ্বয়ের মধ্যে বিভু চৈতন্যের গুণ অনুচৈতন্যে সংক্রমিত হয়, কিন্তু অনুসত্ত্বা লুপ্ত হয় না, তবে ঈশ্বরের স্বরূপ সিদ্ধ বহুগুণ জীব চৈতন্যে সঞ্চারিত হয়। *(ক্রমশ)*

গৌড়ীয় মিশনের মূলপুরুষ শ্রীল সচিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শততম বর্ষপূর্তি তিরোভাব তিথি পালনোপলক্ষ্যে পুরীধামস্থিত শ্রীপুরুষোত্তম মঠে দ্বিদিবসীয় আলোচনাসভা ও রথযাত্রা মহোৎসবের বিবরণীর অবশিষ্টাংশ

শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ ন্যাসী মহারাজ, (সহসেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)—গত ২৮।৬।১৪ তাং শ্রীপুরুষোত্তম মঠের বার্ষিক উৎসবে উষাঃকালে যথারীতি প্রভাতী কীর্ত্তন শ্রীগৌরগদাধর বিনোদ-মাধবজীর মঙ্গলারতি, শ্রীমন্দির পরিক্রমা ও শ্রীগুরুবর্গের আরতি কীর্ত্তনান্তে পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের ভজন কুটীরের বারান্দায় বহুক্ষণ যাবৎ শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ নারায়ণ মহারাজ, শ্রীচতুর্ভুজ দাস ও শ্রীপাদ ভুবনমোহন দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ ভক্তগণ মহাজন পদাবলী কীর্তন করেন। অতঃপর উক্ত দিবস পূর্বাহ্ন হইতে শ্রীমঠে আয়োজিত বিরাট সুসজ্জিত মঞ্চে প্রকটাচার্য্যের গুরুপূজা অনুষ্ঠানে গুরু মহিমা কীর্তন ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনাদি অনুষ্ঠিত হয়। মুম্বাই গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব পর্যটক মহারাজ এবং মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের মহিমা কীর্তন করেন। তৎপরে কতিপয় স্থানীয় গৃহস্থ ভক্তগণও শ্রীগুরু মহিমা কীর্তন করেন। তৎপর শ্রীল গুরুদেব প্রত্যাভিভাষনে গুরুতত্ত্ব বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী দিগ্‌দর্শন দেন। অতঃপর মধ্যাহ্ন ভোগারতি কীর্তনান্তে উপস্থিত প্রায় সহস্রাধিক সজ্জনকে বিচিত্র প্রসাদ দানে পরিতৃপ্ত করা হয়।

মধ্যাহ্ন ২ ঘটিকায় ভক্তগণ পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে কীর্তন করিতে করিতে গুণ্ডিচা মন্দিরের বর্হিদেশের বারান্দায় উপস্থিত হন। শ্রীল গুরুদেবের নির্দেশে মহাজন পদাবলী কীর্তনের পর সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাস মহারাজ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত অবলম্বনে গুণ্ডিচামন্দির মার্জন দ্বারা ভক্তি সাধকের হৃদয় মন্দির মার্জনের প্রসঙ্গ সুন্দর ও প্রাঞ্জলভাবে ব্যক্ত করেন। অতঃপর ভক্তগণ কীর্তন সহযোগে গুণ্ডিচা মন্দির, রন্ধনশালা এবং শ্রীনৃসিংহ মন্দির মার্জনপূর্বক ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে উপনীত হন। এবং তথায় স্নানাদির পর শ্রীজগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদ সেবানান্তে কীর্তন করিতে করিতে রাত্রি ৮ ঘটিকায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্তন করে।

পর দিবস ২৯/৬/১৪ তাং যথারীতি শ্রীবিগ্রহারতি, মন্দির পরিক্রমা, গুরুবর্গের আরতির পর গুরুদেবের ভজনগৃহের বারান্দায় মহাজন পদাবলী কীর্তনের পর

পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেবের শ্রীকরকমলে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের প্রাচীন মন্দিরটি ভগ্নপ্রায় হওয়ায় উক্তস্থানে নূতন মন্দির নির্মাণ কার্য্যের প্রস্তুতি পর্ব অনুষ্ঠিত হয় এবং ঐ সময় বিশেষ কয়েকজন মিশনের শিষ্য উক্ত নির্মাণ সেবায় সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। অতঃপর মিশনের সেবাসচিব মহারাজ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তদের উপস্থিতিতে প্রশ্নোত্তর মুখে আলোচনা করেন। মধ্যাহ্ন ভোগারতির পর বিচিত্র প্রসাদ সেবনান্তে বেলা ১½ঘটিকায় প্রায় ১৫০০ ভক্তমণ্ডলী পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে রওনা হইয়া শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলদেব ও শ্রীসুভদ্রাজীর রথযাত্রা দর্শন মানসে বড় দাণ্ডে উপনীত হন। শ্রীপাদ ভক্তিআশয় অকিঞ্চন মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব বোধায়ন মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিআচার অবধূত মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজ, শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ নারায়ণ মহারাজ, শ্রীপাদ পদ্মনেত্র দাসাধিকারী প্রমুখ ভক্তগণ, রথের সম্মুখে 'বল হরি হরি', নগরে নগরে গোরা গায়, সেইত পরান নাথ পাইনু.....প্রভৃতি কীর্তন গুলি উচ্চৈস্বরে কীর্তন করিতে থাকেন। রথত্রয়ের সম্মুখে এবং পশ্চাতে ভক্তগণ বহুক্ষণ যাবৎ উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্তন করিতে থাকেন। সন্ধ্যা ৭ঘটিকায় তিনটি রথই গুণ্ডিচায় উপনীত হন। ভক্তগণ রথাগ্রে প্রণতি-স্তুতি-বন্দনাদি করিবার পর কীর্তন করিতে করিতে রাত্রি ৮ঘটিকায় মঠে প্রত্যাবর্তন করেন।

উক্ত মহোৎসবকে কেন্দ্র করিয়া ২৬শে জুন হইতে ২৯শে জুন পর্য্যন্ত দিবস চতুষ্টয় ব্যাপী শ্রীমঠে নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় Specialist Dr.Chandra Sekhar Tripathy এবং Chintamoni Pharmacy-র শ্রীমতী কল্পনা বিশাল দুঃস্থ রোগীদের চিকিৎসা ও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করেন।

প্রায় ৫০০ রোগী উক্ত চিকিৎসা শিবিরে চিকিৎসায়িত হন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শত বার্ষিক বিরহোৎসব ও পুরী মঠের বার্ষিক উৎসবে মঠের বিভিন্ন প্রকার সেবা দায়িত্বে ছিলেন শ্রীপাদ গজেন্দ্র উদ্ধারণ দাস ব্রহ্মচারী, সহকারী শ্রীনিমাই দাস, শ্রীবিগ্রহ অর্চনে শ্রীহরিমাধব দাস ব্রহ্মচারী, ভাণ্ডারের দায়িত্বে শ্রীরাধারমন দাস, বড় রন্ধনের তত্ত্বাবধানে শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব বন মহারাজ, বাল্যভোগের রন্ধনে শ্রীপাদ কঞ্জাক্ষ দাস, শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দাসী (কাশী) পরিবেশনের তত্ত্বধানে শ্রীনবীন মাধবদাস ব্রহ্মপর, ফুল তোলায় মালা গাঁথায় শ্রীমতী মণীমঞ্জরী দাসী, শ্রীমতী রাধাদাসী, শ্রীমতী স্বপ্না দাসী বিভিন্ন প্রকার সেবায় সাহায্য করেন। মুম্বাই নিবাসী শ্রীগৌর দাস, শ্রীদীনবন্ধুদাস, শ্রীঅসিত কারার সস্ত্রীক, শ্রীমতী আরতি কারার শ্রীমতি কমলা মাতাজী (পাটনা) শ্রীমতী উমা কমলিয় (পাটনা) শ্রীকাশী নাথ তোষ, শ্যামবন্ধু তোষ, শ্রীজাহ্নবাজীবন দাস, শ্রীপ্রদ্যুম্ন দাস, প্রমুখ ভক্তগণ উৎসবে যোগদান করিয়া উৎসবটি সাফল্য মণ্ডিত করেন।

৩০/৬/১৪ তাং ভক্তগণ স্ব স্ব স্থানে গমন করেন, বাসযোগ তীর্থ দর্শনকারী যাত্রীগণ পুরীমঠ হইতে পূর্বাহ্নে যাত্রা করিয়া আলালনাথ ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠে পৌছায়। মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তি প্রসূন সাধু মহারাজ বৈষ্ণবগণকে স্বাগত জানান। তৎপরে আলালনাথদেবের দর্শন ও মন্দির পরিক্রমাদি কীর্তনযোগে করার পর ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠের নাট্যমন্দিরে তথাকার স্থান মাহাত্ম্য কীর্তন করেন বৃন্দাবন মঠের অধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর সন্ত মহারাজ। তথাকার দর্শনান্তে বাস যাত্রী ও ভক্তগণ সাক্ষীগোপাল দর্শনোদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মধ্যাহ্নে সাক্ষীগোপাল দর্শনের পর প্রসাদ সেবন হয়। এবং তথা হইতে বাসযোগে রওনা হইয়া সন্ধ্যা ৫ঘটিকায় ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ মন্দির বিন্দু সরোবর এবং শ্রীঅনন্ত বাসুদেব মন্দির, দর্শনান্তে রাত্রি ৭ঘটিকায় বাস যোগে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করা হয়। ❑

বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে মাসাধিক কালব্যাপী বাৎসরিক শ্রীহরিস্মরণ মহোৎসব তথা
শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী, শ্রীরাধাষ্টমী ও ভাগবত কথা সপ্তাহ মহোৎসবের বিবরণী

সংগ্রাহক ঃ শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজ, মঠাধ্যক্ষ কোলকাতা।

শ্রীশ্রী গুরুবর্গের অহৈতুকী কৃপা প্রসাদে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও গৌড়ীয় মিশনের প্রধান কার্য্যালয় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে অখিল মঙ্গলময় বাৎসরিক হরিস্মরণ সংকীর্ত্তন মহোৎসব

বিপুল উদ্দীপনা ও উৎসাহের মধ্যে পালিত হয়।

৫ই আগষ্ট, মঙ্গলবার, ২০১৪ পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের আনুগত্যে ও সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে শ্রীগুণ্ডিচা মার্জনোৎসব পালিত হয়। শ্রীগর্ভমন্দির, নাট্যমন্দির, গুরুবর্গের গৃহ ও শ্রীমন্দিরের চতুর্দিক পরিষ্কার করা হয়।

৭ই আগষ্ট বৃহস্পতিবার পুত্রদা একাদশীর ব্রতোপবাস এবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ঝুলনোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কুসুম দোলায় শ্যাম-রাইকে বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত করে দোলানো হয়। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব দুপুর ১২ টায় মঙ্গলময়ী ভাষণের দ্বারা মাসাধিক কাল ব্যাপী মহোৎসবের সূচনা করেন। চারদিন ব্যাপী এই ঝুলনোৎসব চলে।

অধিবাস দিবসে ভাগবত ধর্মসভায় উপস্থিত মাননীয় বিচারপতি শ্রীমতি সমাপ্তি চ্যাটার্জ্জী, প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রীশ্যামল কুমার সেন, শ্রীকমল ভট্টাচার্য্য সহ মিশনের সভাপতি ও সেবাসচিব মহোদয়

১০ ই আগষ্ট রবিবার শ্রীবলদেব প্রভুর শুভাবির্ভাব তিথি। শ্রীবলদেব প্রভু নিখিল চিদ্‌বলের মূলাধার। তাঁর মত বলীয়ান আর কেউ নাই। তাই শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেছেন, ''বলভদ্রং বলোচ্ছয়াৎ''। সেবাসচিব মহোদয় শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ বলেন—'' যে বলদেবের হল চালনার দ্বারা সাধকের হৃদয়ক্ষেত্র কর্ষিত হয়। তিনিই গুরুপাদপদ্মরূপে বিরাজিত।'' পরমারাধ্যতম শ্রীল গোস্বামীপাদ বলদেব তত্ত্ব বিষয়ে প্রাণস্পর্শী ভাষণে বলেন— ''বলের বলই সাধকের সম্বল। বলদেব সমস্ত চিৎবলের আধার। তাঁর কৃপা বিনা কৃষ্ণের কৃপা লাভ হয় না''

১৭ই আগষ্ট রবিবার শ্রীশ্রী কৃষ্ণজয়ন্তীর মঙ্গল অধিবাস দিবসে বহুদূর-দূরান্ত হতে আগত সহস্র ভক্ত সজ্জন মণ্ডলীর হৃদয়ভরা হরিধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। ভোর সাড়ে ৩টা হতে শ্রীচৈতন্যভাগবত পাঠ, বৈঠকী কীর্ত্তন, মঙ্গল আরতি, পরিক্রমা আদি দৈনন্দিন ভক্ত্যঙ্গ সমূহ সুনিয়মিতভাবে পালিত হতে থাকে। এই মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীমন্দির নাট্যমন্দির ও শ্রীগুরুবর্গের ভজনকুটির অতি মনোরমভাবে বিচিত্রবর্ণের জড়ি ফুলমালা ও আলোকমালা দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। শ্রীমন্দিরের প্রবেশদ্বারের উভয় পার্শ্বে মঙ্গলঘট, কদলীবৃক্ষ, আলপনা, ধূপদীপ দ্বারা এক মনোমুগ্ধকর গোলকীয় পরিবেশের সূচনা করা হয়। শ্রীমন্দিরের চূড়া এবং বর্হিভাগ এবং অভ্যন্তরভাগ পতাকা ও বর্ণময় আলোমালার দ্বারা সুন্দরভাবে সজ্জিত করা হয়। অধিবাসের দিন বিকাল ৪টা থেকে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীবৃন্দের সম্মিলিত কণ্ঠে শ্রীভক্তিবিনোদ গীতি ও মহাজন কীর্ত্তনাবলী কীর্ত্তন চলতে থাকে। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের সভাপতিত্বে এবং সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজের পরিচালনায় সন্ধ্যায় এক মহতী ধর্ম্মসভার আয়োজন করা হয়। ঐদিন অনুষ্ঠিত ভাগবত ধর্ম্মসভায় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন শ্রীশ্যামল কুমার সেন, প্রাক্তন বিচারপতি ও রাজ্যপাল, বিশিষ্ট অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতি মাননীয়া শ্রীমতি সমাপ্তি চ্যাটার্জ্জী। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ডঃ মকবুল ইসলাম (H.O.D Bengali, St. Pauls College)। পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। অতিথিদের মাল্য, চন্দন ব্যাচ দ্বারা সম্মান করা হয়। মিশনের সেবাসচিব পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবকে মাল্যদান করেন। এবং তিনি উদ্বোধনী ভাষণে 'কৃষ্ণজয়ন্তীর প্রাক্কালে কেন অধিবাস দিবস পালন করা হয় সে বিষয়ে সকলকে জ্ঞাত করেন। এছাড়া ''মধুরং মধুরং এতৎ'' পুরাণের শ্লোক অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণ ভজনের শ্রেষ্ঠতার দিগদর্শন দেন। ডঃ মকবুল ইসলাম তার ভাষণে ব্রহ্মসংহিতার ''ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ'' শ্লোক অবলম্বনে কৃষ্ণলীলার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। প্রয়াগ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীকমল ভট্টাচার্য বলেন—''শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত প্রেমধর্ম্মের কথা শ্রীগৌড়ীয় মিশন শুদ্ধভাবে প্রচার করে চলেছেন।'' বিশিষ্ট অতিথি কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের মাননীয়া বিচারপতি শ্রীমতি সমাপ্তি চ্যাটার্জ্জী এই মহোৎসবে যোগদান করে নিজ আনন্দ অনুভূতির কথা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন—''শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আমাদের কি কর্ত্তব্য, কি করণীয় তা বহু পূর্ব থেকেই ঠিক করে রেখেছেন। তুমি কর্ম কর কিন্তু ফলের আশা করো না''। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন গর্ভণর ও বিচারপতি শ্রীশ্যামল কুমার সেন মহাশয় বলেন— ''গৌড়ীয় মিশনের উদ্যোগে কার্যরত শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু মিউজিয়ামের দ্বারাই সকল স্তরের মানুষকে একত্রীভূত করা যাবে।'' পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেব তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে

বলেন—''কৃষ্ণ রসঃ বৈ সঃ, তিনি রসের দ্বারা আরাধিত। অখিল রসামৃত মূর্ত্তি। সমস্ত রসের আকর তিনি। তাঁর প্রেমময়তার কাছে সকলের প্রেমমত্তা বশীভূত''। এরপর শ্রীমহামন্ত্র কীর্ত্তনের দ্বারা সভা সমাপ্ত হয়।

জন্মাষ্টমী উপলক্ষ্যে ১৮ আগষ্ট নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা

১৮শে আগষ্ট সোমবার আমাদের বহুদিনের অপেক্ষিত আরাধ্যবস্তু শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের আবির্ভাব তিথি। এই মঙ্গলময় তিথিবরাকে উপলক্ষ্য করে ভোর সাড়ে ৩টা থেকে চৈতন্য ভাগবত পাঠ, বৈঠকী কীর্ত্তন, মঙ্গলারতি, মন্দির পরিক্রমা সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। গুরুবর্গের আরতি অন্তে সকাল ৬টার সময় শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দের আলেখ্য উত্তমরূপে সজ্জিত একটি গাড়ীতে পতাকা ও গৌড়ীয় মিশনের ব্যানারে শোভিত হয়ে সহস্র ভক্ত মণ্ডলীর এক বিরাট নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বের হয়। শোভাযাত্রাটি সংকীর্ত্তন মুখে গৌড়ীয় মঠ থেকে শুরু করে বাগবাজার ষ্ট্রীট, বিধান সরণী, কালাকার ষ্ট্রীট, শোভাবাজার প্রভৃতি বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে এবং ভক্তকণ্ঠের সুমধুর শ্রীহরিসংকীর্ত্তন ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে শোভাযাত্রা সকাল ৯টায় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

এরপর সারাদিনব্যাপী শ্রীগুরুবর্গের ভজন কুটীর ও নাট্যমন্দিরে শ্রীশ্রী কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী গ্রন্থ পারায়ন চলতে থাকে। বেলা ২টা ১৫ মিনিটে মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ সন্ন্যাসী মহারাজের উপস্থিতিতে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও প্রায় দুইশত ভক্তবৃন্দের সম্মিলিত কণ্ঠে 'শ্রীকৃষ্ণলীলাস্তব'' পাঠ শুরু হয়। সারা নাট্যমন্দির গমগম করতে থাকে।

বৈকাল ৩.৩০ মিঃ হতে সর্বপ্রথমে শ্রীপাদ মধুসূদন মহারাজ, শ্রীসুব্রত দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ হৃষিকেশ মহারাজ কৃষ্ণলীলাকথা কীর্ত্তন করেন।

সন্ধ্যা সাড়ে ৫ ঘটিকায় পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুদেবের সভাপতিত্বে মহতী ভাগবত ধর্ম্মসভার আয়োজন করা হয়। এই মহতী ধর্ম্মসভায় বিশিষ্ট অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন হাওড়ার মেয়র ডঃ রথীন চক্রবর্ত্তী মহাশয়। এছাড়া তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন শ্রীনীলাঞ্জন চ্যাটার্জ্জী (Commissoinor of Municipal Corporation, Howrah), বিশিষ্ট সমাজ সেবক শ্রীশ্যামল মিত্র (MIC, Municipal Corporation, Howrah) এবং শ্রীবিশ্বনাথ দাস (Councillor, Howrah)। অতিথি সকলকে মাল্য, চন্দন ও ব্যজ দ্বারা সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়।

সভার প্রারম্ভে বাগবাজার মঠের মঠাধ্যক্ষ শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজ অতিথিদের পরিচয় প্রদান করেন এবং প্রারম্ভিক ভাষণের দ্বারা সভার কাজ শুরু করেন।

মিশনের সেবাসচিব শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ শ্রীকৃষ্ণভজনের সুবিধা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের ''অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ'' শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন—কামনাশূন্য, কামনাযুক্ত, মুক্তিকামী ব্যক্তিগণও যদি অশোক, অভয় ও অমৃত আধার স্বরূপ ভগবানের ভজন করেন, তাহলে তিনি তাদেরকে ক্রমোন্নতি বিধান করে থাকেন।''

জন্মাষ্টমী দিবসে ভাগবত ধর্মসভায় হাওড়ার মেয়র শ্রী রথীন চক্রবর্তী

শ্রীনীলাঞ্জন চ্যাটার্জ্জী (Commissoinor of Municipal Corporation, Howrah) মহাশয় তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে ধর্মের গ্লানি ও অধর্ম বিনাশের জন্য যুগে যুগে ভগবানের অবতারের কথা ব্যক্ত করেন।

হাওড়ার মেয়র ডঃ রথীন চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত-গীতার ''ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং'' শ্লোক অবলম্বনে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন আত্মার মৃত্যু নাই, জন্ম নাই। চির আনন্দ আস্বাদন করাই তার স্বভাব। তিনি আরো বলেন শ্রীগৌড়ীয় মঠ হলো Spritual Influence, Eternal bliss, Human Resource-প্রদানকারী'' *(ক্রমশ)*

—ঃ আনন্দ সংবাদ ঃ—

গৌড়ীয় মিশন কর্ত্তৃক শ্রীঊর্জ্জাব্রতকালে এগারো দিন ব্যাপী সাধুসঙ্গে
শ্রীবৃন্দাবন ধাম পরিক্রমা ও ইষ্টগোষ্ঠী আলোচনা

শ্রদ্ধালু ভক্তগণ,

এই বৎসর কার্ত্তিক মাসে ঊর্জ্জাব্রতকালে গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও গৌড়ীয় মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে আগামী ১৫ই অক্টোবর, ২০১৪, বুধবার (২৮শে আশ্বিন, ১৪২১) হইতে ২৫শে অক্টোবর, ২০১৪ শনিবার (৮ই কার্ত্তিক, ১৪২১) পর্য্যন্ত প্রায় ১১ দিন ব্যাপী ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা, শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন লীলাস্থলী দর্শন, ধামবাস ও পারমার্থিক ক্লাস প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শ্রদ্ধালু সজ্জনবৃন্দ, আপনারা দামোদর মাসে শুদ্ধভক্ত সঙ্গে সংকীর্ত্তন সহযোগে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করিয়া মনুষ্য জীবন সার্থক করুন।

বর্ত্তমান গাড়ীভাড়া, বাড়ী ভাড়া ও দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য মিশনের পরিচালক মণ্ডলী সকল বিষয়ে বিবেচনা করিয়া যথাসম্ভব কম খরচে সম্পূর্ণ পরিক্রমার জন্য ৬,৫০০/- (ছয় হাজার পাঁচ শত) টাকা প্রত্যেক যাত্রী পিছু ধার্য্য করিয়াছেন। যাঁহারা নিজ নিজ খরচায় যাতায়াত করিয়া পরিক্রমায় অংশগ্রহণ করিতে চান তাঁহাদিগকে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা দিতে হইবে এবং বৃন্দাবনে ১৫ই অক্টোবরের মধ্যে পৌঁছিতে হইবে।

নিবেদন ইতি—
সজ্জন কিঙ্করাভাস
শ্রীভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

বিঃ দ্রঃ—দৈবানুরোধে পরিক্রমা সূচী পরিবর্ত্তনযোগ্য

যোগাযোগ ঃ
কোলকাতা ঃ ৯৪৩৩০১১৬২০, ৯৪৩৩৪৩০৭১০
বৃন্দাবন ঃ ০৫৬৫-২৪৪৪১৫৩, রাধাকুণ্ড ঃ ০৯৪৫৪-৮৭৫০৬১

—ঃ পরিক্রমা সূচী ঃ—

১৫ অক্টোবর, বুধবার— কলকাতা স্টেশন হইতে বেলা ১.১০ মিঃ 12319 কোলকাতা আগ্রা এক্সপ্রেস ট্রেনযোগে মথুরা যাত্রা।

১৬ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার— শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীসনাতন গোস্বামীর সমাধি, শ্রীমদনমোহন জীউ, শ্রীরাধাগোবিন্দদেব, শ্রীরাধাগোপীনাথ জীউ, শ্রীরাধারমণ জীউ আদি দর্শন।

১৭ অক্টোবর, শুক্রবার— মথুরা-কংসকারাগার, ভুতেশ্বর শিব, আদিকেশব, আদিবরাহ, দীর্ঘবিষ্ণু, বিশ্রামঘাট আদি দর্শন ও বৃন্দাবনে রাত্রিবাস।

১৮ অক্টোবর, শনিবার— দাউজী, ব্রহ্মাণ্ডঘাট, যমালার্জ্জুন মুক্তিস্থলী, মহাবন, লৌহবন, র‍্যাভেল আদি দর্শন ও বৃন্দাবনে রাত্রিবাস।

১৯ অক্টোবর, রবিবার— পঞ্চক্রোশী পরিক্রমা।

২০ অক্টোবর, সোমবার— মানসরোবর, বেলবন, মাঠবন, ভাণ্ডীরবন, ভদ্রবন, নন্দঘাট, চিরঘাট আদি দর্শন ও বৃন্দাবনে রাত্রিবাস।

২১ অক্টোবর, মঙ্গলবার— বর্ষাণা, বৃষভানুপুর, নন্দগ্রাম, নন্দীশ্বর, প্রেমসরোবর, সঙ্কেত, পাবন সরোবর, যাবট আদি দর্শন ও শ্রীরাধাকুঞ্জ শ্রীগৌড়ীয় মঠে রাত্রি বাস।

২২ অক্টোবর, বুধবার— প্রভাতে শ্রীগিরিরাজ গোবর্দ্ধন পরিক্রমা ও বৈকালে পারমার্থিক ক্লাস।

২৩ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার— রাধাকুণ্ড স্থানীয় পরিক্রমা ও পারমার্থিক ক্লাস।

২৪ অক্টোবর, শুক্রবার— অন্নকূট মহোৎসব ও পরিক্রমা সমাপ্তি।

২৫ অক্টোবর, শনিবার— সকাল ৫.৩৫ মিঃ মথুরা হইতে 13168 আগ্রা কোলকাতা এক্সপ্রেস ট্রেনযোগে কলকাতা প্রত্যাবর্ত্তন।

—ঃ জ্ঞাতব্য বিষয় ঃ—

১। যাত্রীগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে—তাঁহারা যেন শীঘ্রাতিশীঘ্র অর্দ্ধেক টাকা জমা দিয়া নাম তালিকাভূক্ত করেন এবং বাকী টাকা যাত্রার পূর্বে জমা দিয়া রসিদ গ্রহণ করিবেন। **"সেক্রেটারী, গৌড়ীয় মিশন, বাগবাজার, কোলকাতা-৩"**—এই নামে টাকা পাঠাইবেন। Draft অথবা Cheque **"GAUDIYA MISSION"**—এই নামে হইবে।

২। এই সময় অল্প শীত পড়ে, এইজন্য হাল্কা গরম পোষাক, হাল্কা বিছানা, থালা, বাটী ও টর্চ সঙ্গে লইবেন। প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য সঙ্গে কিছু প্রয়োজনীয় ঔষধ রাখিবেন।

৩। যাত্রাকালীন পরিচালক মণ্ডলীকে সর্ববিষয়ে সাহায্য করতে প্রার্থনীয়। কিছু জিজ্ঞাসা থাকিলে উপরোক্ত ঠিকানায় অথবা ৯৪৩৩৪৩০৭১০ ফোনে যোগাযোগ করিতে প্রার্থনা।

৪। যাহারা নিজ নিজ খরচায় যাতায়াত করিবেন তাহারা অবশ্যই Rail টিকিট পূর্ব হইতে Book করিয়া লইবেন।

—ঃ আনন্দ সংবাদ ঃ—

এতদ্বারা সকল মঠবাসী সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ সজ্জনবৃন্দদের জানানো হইতেছে যে, শারদীয় দুর্গোৎসবে গৌড়ীয় মিশনের প্রধান কার্যালয় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে ১লা অক্টোবর, ২০১৪ বুধবার হইতে ৭ই অক্টোবর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত সাতদিন ব্যাপী এক বিশেষ পারমার্থিক ক্লাসের আয়োজন করা হইয়াছে। মিশনের সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী পূজ্যপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ প্রতিদিন ক্লাস লইবেন। উক্ত ক্লাসে সকালে শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত ও বৈকালে অপর একটি গোস্বামীগ্রন্থ আলোচিত হইবে।

ইচ্ছুক মঠবাসী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তদের উক্ত পারমার্থিক ক্লাসে যোগদান করিবার জন্য অনুরোধ করা হইতেছে। যাহারা উক্ত ক্লাসে অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না, তাহারা Internet Video Conference (SKYPE)-এর মাধ্যমে ক্লাস করিতে পারিবেন। এ বিষয়ে বিশদ জানিতে হইলে শ্রীধরণীধর দাস ব্রহ্মচারী (9088373464) নম্বরে যোগাযোগ করিবেন।

ঘরে বসে পারমার্থিক ক্লাসে অংশগ্রহণ করুন

গৌড়ীয় মিশনের প্রধান কার্যালয় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে প্রতিদিন সকাল ৮টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত পারমার্থিক ধর্ম্মীয় গ্রন্থের ও মহাজন রচিত ভক্তিমূলক গ্রন্থাবলীর বিষয়ে পারমার্থিক ক্লাস অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে Internet Video Conference (SKYPE) এর মাধ্যমে এই ক্লাসে যোগদান করিবার ও প্রশ্নোত্তর প্রসঙ্গের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

যাহারা অংশগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক তাহারা শ্রীধরণীরধর দাস ব্রহ্মচারী (**9088373464**)-র সহিত যোগাযোগ করিবেন।

Registered : KOL RMS/35/2013-2015

Date of Publication on 02/09/2014

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003, Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

এ বৎসরের নতুন প্রকাশন

গৌড়ীয় মিশন হইতে বেদব্যাস বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১২টি খণ্ডে নূতন প্রকাশিত হইতে চলিতেছে। ইতিপূর্বে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম (ব্রজলীলা), ১২শ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- পুরানো শ্রীমদ্ভাগবত ৫০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মস্তীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্য্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রায়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org